গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রস্তাবিত বরাদ্দবিহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত-সার

প্রকল্পের নাম : বীজ প্রত্যয়নের উদ্ভাবনী প্রকল্প

Seed Certification's Innovative Project (SCIP)

বাসস্মবায়নকারী সংস্থা
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১

বাসস্মবায়ন কালঃ জুলাই,২০১৬ হতে জুন,২০২১ পর্যন্ত

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রস্তাবিত বরাদ্দবিহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত-সার

১। মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়

২। বাসস্মবায়নকারী সংস্থাঃ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

৩। সেক্টরঃ কৃষি

৪। সাব-সেক্টরঃ ফসল

৫। প্রকল্পের নামঃ বাংলায়: বীজ প্রত্যয়নের উদ্ভাবনী প্রকল্প

ইংরেজীতে- Seed Certification's Innovative Project (SCIP)

৬। বাসস্মবায়ন কালঃ জুলাই,২০১৬ হতে জুন,২০২১পর্যন্ত

৭। প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ মোট: **১৭১৬৪.২৮ (একশত একাত্তর কোটি চৌষট্টি ল□□□ আঠাশ হাজার টাকা)**

(লক্ষ টাকায়) স্থানীয় মুদ্রা: **১৭১৬৪.২৮**
বৈদেশিক মূদ্রা- ০.০০

৮। অর্থায়ন ব্যবস্থাঃ মোট- **১৭১৬৪.২৮**
(লক্ষ টাকায়) জিওবি- **১৭১৬৪.২৮**
প্রকল্প সাহায্য- -
টাকাংশ-

৯। অনুমোদন পর্যায়ঃ অননুমোদিত।

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

(ক) কৃষি প্রধান দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ এবং কৃষিতে সবিশেষ উন্নতি সাধন করার মত আবহাওয়া, জলবায়ু এবং উর্বর মাটি আছে আমাদের, যা বিস্তৃত পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির এই যুগে আমাদের কৃষিই পারে সগৌরবে মাথা উঁচু করে অনান্য দেশের সাথে টেক্কা দিতে। দেশ স্বাধীনের পরে ৭.৫ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশে ছিল খাদ্য ঘাটতি; প্রকারন্তরে দেশ থেকে গড়ে প্রতি বছর ১% হারে কৃষি জমির বিলুপ্তি সাধনের পরেও আমাদের কৃষি আজ অনেক উন্নত, দেশ খাদ্যে সয়ম্ভর। আমাদের দেশ থেকে রপ্তানী হচ্ছে চাল, আলু, চা , শাক সবজি সহ নানাবিধ কৃষিজ পণ্য। স্বাধীনাতাত্তোর বাংলাদেশে ঈর্ষণীয় উন্নতি হয়েছে কৃষি সেক্টরে আর কৃষি সেক্টরে সবচে বেশী উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন শাসনামলে, সেজন্যে আওয়ামী সরকার স্বীকৃতি পেয়েয়ে **''কৃষি বান্ধব''** সরকার হিসেবে। এই সরকারের শাসনামলে কৃষি

মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে যুগান্তকারী রিভিজিট বাসস্মবায়নের ফলে এই দু'টি প্রতিষ্ঠানে পদোন্নতির সুযোগ সহ ক্যাডার ও নন ক্যাডারের কয়েক হাজার নতুন পদ সৃজিত হয়েছে। ফলে দেশের আপামর কৃষি এবং কৃষকের জীবনমান বৃদ্ধির জন্যে এ সরকার যে বদ্ধপরিকর সেটা বলাই বাহুল্য।

ভাল বীজে ভাল ফসল এবং কেবল মানসম্পন্ন ভাল বীজ ব্যবহার করে যে কোন ফসলের ফলন ১৫-২০ ভাগ পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। এই উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যকে সামনে রেখে বীজের গুণগতমানের উৎকর্ষতা সাধন এবং কৃষক পর্যায়ে ভাল বীজ পৌঁছানো এবং ভেজাল বীজের নিয়ন্ত্রক হিসেবে রেগুলেটারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (Seed Certifications Agency: SCA) কাজ করে থাকে। যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাব হেতু চার দশকেরও অধিক পুরাতন এই সম্পূর্ণ সরকারী প্রতিষ্ঠানটির কোন শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি এবং এখানে লাগেনি কোন আধুনিকতার পরশ ও উদ্ভাবনের ছোঁয়া। অথচ উদ্ভাবনী ও নান্দনিক অনেক কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির অনেক শ্রীবৃদ্ধি করানো সম্ভব।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী মাঠ মান ও বীজমানের যথাযথ পরীক্ষা সাপেক্ষে কতিপয় ঘোষিত বীজের (ধান ,গম, পাট, আখ, আলু, কেনাফ ও মেস্তা) প্রতিটি বস্তা ও প্যাকেটের জন্যে সবুজ ট্যাগ (মৌল বীজ বা Breeder Seed), সাদা ট্যাগ (ভিত্তি বীজ বা Foundation Seed) ও নীল ট্যাগ (প্রত্যায়িত বীজ বা Certified Seed) এই তিন ধরনের খোদাই করা (Embossing Tag) ট্যাগ সরবরাহ করে থাকে । এসব ট্যাগের উপরে বীজের উৎপাদক, গুণগত মান এবং বীজমানের মেয়াদ ইত্যাকার তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে। দুর্বল সুরক্ষিত এসব ট্যাগ হর হামেশাই নকল হওয়ার খবর পাওয়া যায় ফলে কৃষক এবং সাধারণ মানুষের কাছে এসব ট্যাগের আসল নকল বোঝা বেশ কষ্টকর। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার আগেই প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়েন কৃষকেরা। বস্তুত: তথ্য প্রযুক্তি আর বিদ্যুতিনের (Electronic) এই যুগে এ ধরনের দুর্বল সুরক্ষিত ট্যাগ একেবারেই অচল এবং সেকেলে। প্রত্যায়িত ট্যাগ ডিজিটালাইজড করা সহ নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে প্রস্তাবিত এই প্রকল্পটি প্রনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে:

 কৃষকেদের কে আধুনিক ডিজিটাল ট্যাগ সরবরাহের ব্যবস্থা করা যা নকল হওয়ার কোন ধরনের সুযোগ নেই। সাধারণ বীজ ক্রেতা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কৃর্তক ডিজিটাল ট্যাগ সম্বলিত প্রত্যায়িত বীজ প্যাকেট ক্রয় করতে পারবেন, যার মাধ্যমে কৃষক খুব সহজেই ঐ ট্যাগের একটা নির্দিষ্ট স্ক্র্যাচ নম্বরে (Special Scratch Number) ফোন করে আইভিআর (IVR: Instant Voice Recording) বা ক্ষুদে বার্তার (Message) মাধ্যমে ঐ বীজের সকল তথ্য জানতে পারবেন। এটি নকল হওয়ার ন্যূনতম কোন অবকাশ নেই এবং প্রতিটি ডিজিট্যাল ট্যাগের সিরিয়াল নম্বর আগামী শত শত বছরে বছরেও রিপিট হওয়ার কোন সুযোগ নেই কারণ এটা সেন্ট্রাল সার্ভার থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বরাদ্দ করা হবে।

 দেশের কোথায় সরকারী ও বেসরকারীভাবে কতটুকু কী পরিমাণ বীজের জন্যে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক প্রত্যয়ন ট্যাগ সরবরাহ করা হচ্ছে সে তথ্য সাথে সাথে মন্ত্রণালয় সহ সদর দপ্তরের যে কেউ যখন ইচ্ছে জানতে পারবেন, যাদেরকে শুধুমাত্র administrative entrance দেয়া হবে।

 দেশের সকল বিভাগীয় ও জেলা অফিস কে একেবারে কাগজশূণ্য (Paperless) অফিস হিসেবে পরিণত করা। জেলা , বিভাগীয় অফিসের যে কোন তথ্য অফিসের নির্দিষ্ট কম্পিউটারে টাইপ করার সাথে সাথে সেসব তথ্যমালা জেনে যাবেন সদর দপ্তর এবং কৃষি মন্ত্রণালয় আবার সদর দপ্তরের কোন তথ্য সাথে সাথে জানতে পারবেন কৃষি মন্ত্রণালয়। ফলে কোন রিপোর্টের জন্যে আর কাউকে তাগাদা দেয়ার দরকার হবে না। যার যতটুকু দরকার সেই রিপোর্ট তিনি সাথে সাথে জেনে যাবেন যাদেরকে শুধু নির্দিষ্ট পাস ওয়ার্ড সরবরাহ করা হবে।

 ''বীজ কল সেন্টার'' স্থাপন করা হবে ,যেখান থেকে বীজ উৎপাদক ও স্টেক হোল্ডারদের কে আইভিআর'র মাধ্যমে (IVR: Instant Voice Recording) এবং বীজ বিশেষজ্ঞের সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করা;

কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সদর দপ্তর, বিভাগ ও জেলার প্রতিটি প্রতিটি অফিসে একে অন্যের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে যোগোযোগ এবং ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

 প্রস্তাবিত এই নান্দনিক প্রকল্পের মাধ্যমে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সকল বীজ উৎপাদক (সরকারী , বেসরকারী এবং নার্সভূক্ত স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান) বীজ ডিলার এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের কে ICT based Modern Seed Technology বিষয়ে Hi-tech প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে তোলা।

বীজ ডিলারদের হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা এবং বীজ নিবন্ধন দেয়ার সাথে সাথে বীজ নিবন্ধনকারী ব্যক্তির তথ্য যাতে ওয়েবসাইটে চলে আসে সেজন্যে সেই লিঙ্কটি সম্পর্কে বীজ নিবন্ধনের চূড়ান্ত অনুমোদনকারী কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ডেস্ক কর্মকর্তার জানা থাকবে। ফলে চাহিবামাত্র গোটা দেশের একেবারে তরতাজা নিবন্ধিত বীজ ডিলারদের তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

কেন্দ্রীয়ভাবে একটা **''সীড ব্লগ''** তৈরী করা হবে যেখানে বীজ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য উপাত্ত মতামত পরামর্শ দেয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা সংশিস্নষ্ট সকলের জন্যে উন্মুক্ত রাখা হবে। ফলে বীজ সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে আমজনতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন পাওয়া যাবে এখান থেকে।

 বীজ নলেজ ব্যাংক তৈরি করে সেটার ওয়েব লিঙ্ক করা হবে যাতে করে বীজ বিষয়ক অনলাইন সেবা পেতে পারেন যে কেউ যেকোন সময়।

 প্রতিটি জেলায় **''কমিউনিটি ইন্টারনেট রেডিও সার্ভিস''** চালানো হবে যার মাধ্যমে যে কেউ যখন তখন বীজ সম্পর্কিত তথ্যাদি জানতে পারবেন নিজেদের স্থানীয় ভাষায়, সেইসাথে কৃষি বিষয়ক জেলার অনান্য তথ্যমালা জানারও ব্যবস্থা থাকবে।

 আরএস (RS: Remote Sensing) এবং জিআইএস (GIS:Geographic information system) ব্যবহারের মাধ্যমে কোন্ এলাকায় কোন্ বীজ উৎপাদনের উপযোগিতা কেমন এ ধরনের এলাকা উপযোগী ওয়েব ভিত্তিক (Web Based) তথ্যের ডাটাবেজ তৈরি করা। সেইসাথে স্যাটেলাইটের তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যাবে কিভাবে দেশের কোন জেলার কৃষি জমি কীভাবে কতটা কমে যাচ্ছে। আরো জানা যাবে আবহাওয়ার ক্রম পরিবর্তনের তথ্যমালা এবং ভবিষ্যতের করণীয়।

 অনলাইন এবং অফলাইন মোবাইল এ্যাপস্ তৈরি করার মাধ্যমে বীজ সংক্রান্ত সকল তথ্য সংশ্লিষ্ট সকলে জানানোর ব্যবস্থা করা ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই।

 সর্বোপরি সদাশয় **''কৃষিবান্ধব''** সরকারের অগ্রাধিকার **''কৃষি''** এবং **''তথ্য প্রযুক্তি''** খাতের অপূর্ব সমন্বয়ের মাধ্যমে এই প্রকল্পের বাস্তব ফলাফল দেশে বিদেশে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে কৃষি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনেক প্রযুক্তি আজ বহির্বিশ্বে সমাদৃত হচ্ছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বীজ সেক্টরে বিশেষ করে বীজ প্রত্যয়নের ডিজিটাল ট্যাগ সরবরাহ এবং ডিজিটাল সেবা সম্প্রসারণে গোটা বিশ্বের মধ্যে এই প্রকল্পের বাস্তব ফলাফল একটা অন্যরকমের প্রভাব ফেলতে যে সক্ষম হবে একথা নির্দ্বিধায় জোর দিয়ে বলা যায়। বিশ্বের অনেক দেশে হরেক প্রকারের ডিজিটাল ট্যাগের (RFID, NFC ইত্যাদি ট্যাগ) ব্যবস্থা থাকলেও বীজ সেক্টরে এ ধরনের প্রকল্পটি হবে যুগান্তকারী এবং পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র উদাহরণ সৃষ্টিকারী।

১১। প্রকল্পের বাস্তব ফলাফল: (ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন ফলাফল কাঠামোতে (১ম খন্ড পৃঃ ১৭৪) চিহ্নিত ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রস্তাবিত প্রকল্প কী কী অবদান রাখবে):

(ক) প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সাধারণ বীজ ক্রেতা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক ডিজিটাল ট্যাগ সম্বলিত প্রত্যয়িত বীজ প্যাকেট ক্রয় করতে পারবেন।

(খ) দেশের কোথায় সরকারী ও বেসরকারীভাবে কতটুকু কী পরিমাণ বীজের জন্যে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক প্রত্যয়ন ট্যাগ সরবরাহ করা হচ্ছে সে তথ্য সাথে সাথে মন্ত্রণালয় সহ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সকল দপ্তর হতে পাওয়া যাবে। কোন্ ডিলার বা কোন বীজ উৎপাদক প্রতিষ্ঠান কোন্ মৌসুমে কোন্ জাতের কী কী বীজ কী পরিমাণে উৎপাদন করছেন সেসবের আপডেট তথ্য পাওয়া যাবে।

(গ) দেশের ৭টি বিভাগীয় এবং ৬৪ টি জেলা অফিস একেবারে কাগজশূণ্য (Paperless) অফিস হিসেবে পরিণত হবে।

(ঘ) বীজ ডিলারদের হালনাগাদ তথ্য সহ বীজ প্রত্যয়নের যাবতীয় তথ্য চাহিবা মাত্র মন্ত্রণালয় সহ গোটা দেশের সকল বিভাগীয় ও জেলা অফিস জানতে পারবে।

(ঙ) প্রকল্পের মেয়াদ শেষে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সকল বীজ উৎপাদক (সরকারী , বেসরকারী এবং নার্সভূক্ত স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান) বীজ

ডিলার এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারা ICT based Modern Seed Technology সম্পর্কিত বিশেষায়িত জ্ঞানার্জন করবেন; যা নিকট অতীতে কখনো হয়নি।

(চ) **''বীজ কল সেন্টার''** , জেলার **''কমিউনিটি ইন্টারনেট রেডিও সার্ভিস''** ও '' **বীজ নলেজ ব্যাংক** '' থেকে বীজ উৎপাদক ও স্টেক হোল্ডার আইভিআর (IVR) এবং বীজ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন ।

(ছ) কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সদর দপ্তর, বিভাগ ও জেলার প্রতিটি অফিসে একে অন্যের সাথে ভার্চুয়াল যোগাযোগ ও প্রতিষ্ঠিত হবে।

(জ) বীজ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য উপাত্ত মতামত পরামর্শ দেয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা সংশিস্নষ্ট সকলের জন্যে উন্মুক্ত রাখা হবে এবং সেই অনুযায়ী জাতীয় বীজ উন্নয়ন কার্যক্রমের পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়ার অপিরসীম সুযোগ সৃষ্টি হবে।

(ঝ) খারাপ বীজ ব্যবহার করে কৃষকরা যেভাবে প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছেন, সেটা থেকে সম্পূর্ণরূপে রেহায় পাবেন; ফলে প্রকল্প শেষে কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে ।

(ঞ) প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে অনেকেই বীজ উৎপাদনের ব্যাপারে আগ্রহী হবে উঠবেন, ফলে বীজ উৎপাদকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে এবং অনান্য কৃষি পণ্যের সাথে সাথে অনেক দেশে ভাল মানের বীজের চাহিদা সৃষ্টি সাপেক্ষে বীজ রপ্তানির দ্বার অবারিত হবে।

(ট) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি শতভাগ পরিবেশ বান্ধব; সুতরাং এখানে পরিবেশ দুষণের কোন অবকাশ নেই;

(ঠ) বীজ মাড়াই ঝাড়াই এবং সংরক্ষণের সাথে মহিলাদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে; সুতরাং এখানে নারীদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়নের পথও সুগম হবে।

(ড) দারিদ্র বিমোচনে প্রভাবঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বীজ সেক্টরের উন্নতির সাথে সাথে সেখানে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে বর্গাচাষী সহ প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষক এবং মহিলাগন প্রকল্পের সুবিধাভোগী হিসেবে গণ্য হবেন। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও সকল শ্রেনীর কৃষকের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব হবে। ফসলের ফলন বৃদ্ধি সহ প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ অর্জিত হবে। সর্বোপরি, খাদ্য নিরাপত্তা ও সামাজিক ঝুকি মোকাবেলায় সহায়ক হবে।

(ঢ) নারী ও শিশুদের কল্যানে প্রভাবঃ

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং নারী শ্রমিকগন কাজ করার সুযোগ পাবে। তারা বীজ ফসলের শস্য কর্তন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে ভূমিকা রাখতে পারবে। তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে, জীবনমানের উন্নয়ন ঘটবে।

(ণ) পরিবেশের ওপর প্রভাবঃ পরিবেশের ওপর প্রসত্মাবিত প্রকল্পের কোন বিরূপ প্রভাব নেই ।

১২। প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ

জমাদানকারী:
ড.মো: আখতারুজ্জামান
জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার,মেহেরপুর
মোবাইল:০১৭১১-৮৮৪১৯১
ই-মেইল:akhtar62bd@gmail.com